দ্বিতীয় অধ্যায়

ধারণার উৎপত্তি প্রসঙ্গে
(Of the origin of Ideas)

দ্বিতীয় অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ (Summary of Section II)

অত্যধিক উত্তাপজনিত তাৎক্ষণিক যন্ত্রণাবোধের সঙ্গে অথবা শীতোষ্ণ আবহাওয়াজনিত সুখানুভূতির সঙ্গে পরবর্তীকালীন সেসবের স্মরণের অথবা প্রত্যাশার যে পার্থক্য আছে, এব্যাপারে মানুষ মাত্রই সহমত পোষণ করে। অর্থাৎ অপরোক্ষ অনুভূতি বা সংবেদনের সঙ্গে যে স্মৃতি অথবা কল্পনার পার্থক্য আছে, এবিষয়ে মানুষের মধ্যে দ্বিমত নেই। স্মৃতি বা কল্পনার বিষয় কখনই প্রত্যক্ষ অনুভূতি বা সংবেদনের স্পষ্টতা লাভ করতে পারে না। 'অত্যন্ত স্বচ্ছ চিন্তা বা ধারণা অত্যন্ত মৃদু সংবেদন অপেক্ষা অস্পষ্ট হয়'।[১]

মানব মনের যাবতীয় উপকরণ—ঘৃণা করা, ভালবাসা, চিন্তা করা, অনুভব করা, দেখা ইত্যাদি উপকরণ হল **'প্রত্যক্ষণ'** (perception)। **প্রত্যক্ষণ বা চেতন-উপকরণ দু-প্রকার। যথা—'মুদ্রণ' বা 'সংবেদন' (impression or sensation) এবং ধারণা (idea)**। মুদ্রণ বা সংবেদন হল সজীব প্রত্যক্ষণ (lively perception), আর ধারণা হল, স্মৃতি বা কল্পনায় আনীত মুদ্রণের অস্পষ্ট মানসপ্রতিরূপ। যখন আমরা কিছু শুনি, অথবা দেখি, অথবা ইচ্ছা করি, অথবা অনুভব করি, অথবা ভালবাসি, অথবা ঘৃণা করি, তখনকার সেই অপেক্ষাকৃত সজীব প্রত্যক্ষণই হল 'মুদ্রণ' বা 'সংবেদন', আর ঐসব সংবেদন সম্পর্কে যখন পরবর্তীকালে চিন্তা করি বা স্মরণ করি, তখনকার সেই অপেক্ষাকৃত কম সজীব প্রত্যক্ষণ হল 'ধারণা'। **নির্জীব প্রত্যক্ষরূপে ধারণামাত্রই হল সজীব প্রত্যক্ষরূপ মুদ্রণ বা সংবেদনের অনুলিপিমাত্র।**

আমরা সাধারণত মনে করি যে, আমাদের চিন্তা বা ধারণা হল মুক্ত ও অবাধ। আমরা মনে করি, যা আমাদের অদৃষ্ট বা অশ্রুত, সেসব বিষয়েও আমরা চিন্তা করতে পারি, সেসব বিষয়েও ধারণা পোষণ করতে পারি। যা স্ববিরোধী, সেটাই কেবল আমাদের কাছে অচিন্ত্যনীয়। আমাদের এই সাধারণ ধারণাটি সঠিক নয়—**আসলে মুদ্রণ বা সংবেদন ব্যতীত ধারণা গঠন সম্ভব নয়।** আমাদের সমস্ত চিন্তা বা ধারণার সমস্ত উপকরণ মুদ্রণলব্ধ। **ধারণার উপকরণকে ধারণা গঠন করতে পারে না।** অদৃষ্টপূর্ব বা অশ্রুতপূর্ব বিষয়ের ধারণা গঠনের ক্ষেত্রে উপকরণগুলি সংগৃহীত হয় মুদ্রণ বা সংবেদন থেকে। এসব বিষয়ের ধারণা গঠনের ক্ষেত্রে মনের স্বাধীনতা কেবল যোগ-বিয়োগের স্বাধীনতা—এক ধারণার সঙ্গে অন্য ধারণাকে যুক্ত করার বা বিযুক্ত করার স্বাধীনতা, উপকরণ-সৃষ্টির স্বাধীনতা নয়। কাজেই, **ধারণা বা কল্পনা মুক্ত বা অবাধ (অর্থাৎ বল্‌গাহীন) নয়।** ধারণামাত্রই, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে মুদ্রণ-ভিত্তিক।

'ধারণামাত্রই মুদ্রণ-ভিত্তিক' হিউমের এই উক্তিটি তাঁর সমগ্র দার্শনিক অভিমত প্রসঙ্গে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা হিউমের অভিজ্ঞতাবাদসম্মত মতবাদ এই একটিমাত্র বিবৃতির ওপর নির্ভরশীল।

১. 'The most lively thought is still inferior to the dullest sensation'. Ibid. P. 10.

Scanned with CamScanner

হিউমের অভিজ্ঞতাবাদ অনুসারে, তথ্য বা ব্যাপার বিষয়ক (factual) সমস্তজ্ঞান অভিজ্ঞতা-নির্ভর। তথ্যবাচক জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করলে কতকগুলি জটিল ধারণা পাওয়া যায়। সেইসব জটিল ধারণাকে বিশ্লেষণ করলে অন্তিম পর্যায়ে কতকগুলি সরল ধারণা পাওয়া যায় যেগুলি বিশ্লেষণ অযোগ্য, এবং সেইসব বিশ্লেষণ অযোগ্য সরল ধারণামাত্রই মুদ্রণ বা সংবেদন-ভিত্তিক। কাজেই, **অভিজ্ঞতালব্ধ মুদ্রণ বা সংবেদনই হল সমস্ত তথ্যবাচকজ্ঞানের ভিত্তিভূমি।** যেসব জ্ঞানের বা ধারণার পশ্চাতে কোন মুদ্রণ নেই, সেইসব জ্ঞান বা ধারণা হল অসার ও পরিত্যাজ্য। হিউম তাঁর অভিজ্ঞতাবাদসম্মত এই মতবাদ থেকে একটি সূত্র গঠন করেন, যে সূত্র অনুসরণ করে অনেক অর্থহীন বিতর্কের নিষ্পত্তি সম্ভব হয়। সূত্রটি হল **'তত্ত্বদর্শনের কোন শব্দের অর্থ সম্পর্কে যদি কোন সংশয় দেখা দেয় তাহলে প্রয়োজনীয় হল— শব্দের অর্থটির অর্থাৎ ধারণাটির মূলে কোন মুদ্রণ বা সংবেদন আছে কিনা তা নির্ধারণ করা। যদি ধারণাটি মুদ্রণভিত্তিক হয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে, না হলে ধারণাটিকে অসার ও অপ্রয়োজনীয়রূপে বাতিল করতে হবে।'**

দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিশ্লেষণমূলক আলোচনা
(Analytic discussion of Section II)

২.১. মানব-প্রকৃতির বিজ্ঞান ঃ জ্ঞানতাত্ত্বিক অনুসন্ধান (Science of Human Nature: In quest of knowledge)

হিউমের মতে, সব বিজ্ঞান মানব-প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত। যুক্তিবিজ্ঞান চিন্তন-সূত্রের ও ধারণার স্বরূপ নির্ধারণ করে ; নীতিবিজ্ঞান মানুষের নৈতিকবোধের আলোচনা করে ; রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজের মানুষের সামাজিক মনোভাব সম্পর্কে আলোচনা করে ; এমনকি, গণিত, প্রাকৃত বিজ্ঞান এবং ধর্মতত্ত্বেও মানুষের সেইসব বোধ নিয়ে আলোচনা করা হয় যা মানুষের মনোভাবকে বিশেষ পথে চালিত করে। কাজেই, হিউমের অভিমত হল, **মানব-প্রকৃতি সংক্রান্ত বিজ্ঞানই (Science of Human Nature) হল সর্বোৎকৃষ্ট বিজ্ঞান, কেননা অপরাপর সব বিজ্ঞানই মানব-প্রকৃতির ওপর অল্প-বিস্তর নির্ভর করে। মানব-প্রকৃতির বিজ্ঞানের লক্ষ্য হল সেইসব সূত্র নির্ধারণ করা যার প্রেক্ষিতে আমরা কোন বস্তু, ক্রিয়া বা আচরণকে ভাল অথবা অসৎরূপে, সুন্দর অথবা কুৎসিৎরূপে বিচার করতে পারি। মানব-প্রকৃতির বিজ্ঞানকে সম্ভব করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন মানব-মনের বোধশক্তির সামর্থ্য ও সীমানা নির্ধারণ।** মানব-মনের যথাযথ বিশ্লেষণ করতে পারলে, হিউম মনে করেন যে, পদার্থবিজ্ঞানের মতো মানব-প্রকৃতির বিজ্ঞানকেও এক উন্নত বিজ্ঞানে পরিণত করা সম্ভব হবে এবং পদার্থবিজ্ঞানে নিউটনের (Newton) মহাকর্ষ নিয়মের মতো এই বিজ্ঞানেও (অর্থাৎ মানব-প্রকৃতির বিজ্ঞানেও) এমন এক সার্বিক ও সুনিশ্চিত নিয়ম আবিষ্কার করা সম্ভব হবে যা আমাদের সমস্ত মানস-বৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে।

মানব-প্রকৃতি সংক্রান্ত বিজ্ঞানের প্রস্তাবনায় হিউমের মুখ্য আলোচ্য বিষয় ও সমস্যা হল — জ্ঞানের উৎস ও স্বরূপ নির্ধারণ। জ্ঞানের যে উপাদান তার উৎস কি ? জ্ঞান কি সুনিশ্চিত হতে পারে? জ্ঞানের পরিধি ও সীমানা কতটা ? জ্ঞানের যেসব উপকরণকে 'স্বীকার্য সত্য'

Scanned with CamScanner

(presupposition) বলা হয়, যেমন — 'দ্রব্য', 'কারণতা', ইত্যাদি, তাদের কি জ্ঞানগত কোন মূল্য আছে ? **এসব বিভিন্ন প্রশ্নের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল — জ্ঞানের উৎস কি ?** জ্ঞানের উৎস আলোচনা প্রসঙ্গে হিউম **মুদ্রণ** (impression) ও **ধারণার** (idea) উল্লেখ করেছেন এবং তাদের স্বরূপ ও পারস্পরিক সম্বন্ধের বিবরণ দিয়েছেন।

২.২. জ্ঞানের উপাদান ঃ মুদ্রণ ও ধারণা (Materials of Knowledge : Impression and Idea)

হিউমের অভিজ্ঞতাবাদসম্মত জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদের মূলে হল তাঁর মুদ্রণ ও ধারণা সংক্রান্ত অভিমত। লক (Locke) যেমন সরল ধারণাকে সমুদয় জ্ঞানের একমাত্র উপাদান বলেছেন, **হিউম তেমনি মুদ্রণ এবং মুদ্রণজাত ধারণাকে সমস্ত জ্ঞানের একমাত্র উপকরণ বলেছেন।** প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, লক 'ধারণা' শব্দটিকে অনেকার্থে প্রয়োগ করার জন্য তাঁর মতবাদে অনেক জটিলতার উৎপত্তি হয়েছে ; তিনি ' ধারণা ' বলতে কখনো ইন্দ্রিয়-উপাত্তকে (Sense-data) আবার কখনো 'মানস-প্রতিরূপ'কে (image) নির্দেশ করেছেন। মুদ্রণ এবং ধারণাকে জ্ঞানের উপাদানরূপে গণ্য করে হিউম অনেকাংশে এই দোষ থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন, কেননা **হিউমের মতে 'মুদ্রণ' হল 'ইন্দ্রিয়-উপাত্ত' আর 'ধারণা' হল সেই ইন্দ্রিয়-উপাত্তের 'মানস-প্রতিরূপ'।** স্পষ্টতই, **'ধারণা' শব্দটিকে হিউম সুনির্দিষ্ট 'একটি' অর্থে প্রয়োগ করেছেন।**

(ক) মুদ্রণ ও ধারণার স্বরূপ (Nature of impression and idea)

হিউম আমাদের মনের যাবতীয় উপকরণকে, সমস্ত চেতন উপকরণকে, 'প্রত্যক্ষণ' (perception) বলেছেন। 'ঘৃণা করা, ভালবাসা, চিন্তা করা, অনুভব করা, দেখা—এসবই প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর কিছু নয়।'[১] এসমস্ত মানসিক উপকরণ বা প্রত্যক্ষণের মূলে হল অভিজ্ঞতা — বাহ্য প্রত্যক্ষণ (extrospection) এবং অন্তর্বেদন (introspection)। স্পষ্টতই, **লক এবং বার্কলের মতো হিউমও অভিজ্ঞতাকে (experience) জ্ঞানের একমাত্র উৎস বলেছেন।**

'প্রত্যক্ষণ' বা চেতন-উপকরণ আবার দু-প্রকার ঃ **মুদ্রণ** (impression) বা ছাপ এবং **ধারণা** (idea)। হিউমের মতে, মুদ্রণ ও ধারণা ছাড়া আমাদের জ্ঞানের অন্য কোন উপকরণ বা উপাদান নেই। আমাদের সমগ্র জ্ঞানজগৎ এই দু-প্রকার উপাদান দিয়ে গঠিত।

(খ) মুদ্রণ ও ধারণার মধ্যে হিউম দুটি প্রধান পার্থক্যের উল্লেখ করেছেন ঃ যথা—

মুদ্রণ ও ধারণার মধ্যে প্রথম পার্থক্য ঃ স্পষ্টতার পার্থক্য ঃ

মুদ্রণ বা সংবেদন হল সজীব প্রত্যক্ষণ, আর ধারণা হল স্মৃতিতে আনীত মুদ্রণের অস্পষ্ট মানস-প্রতিরূপ। হিউমের ভাষায়, "যখন আমি কিছু শুনি, অথবা দেখি, অথবা অনুভব করি, অথবা ভালবাসি, অথবা ঘৃণা করি, অথবা কামনা করি, অথবা ইচ্ছা করি, তখনকার সেই অপেক্ষাকৃত সজীব প্রত্যক্ষণই হল 'মুদ্রণ' বা 'সংবেদন', আর ঐসব সংবেদন সম্পর্কে যখন পরবর্তীকালে চিন্তা করি বা তাদের স্মরণ করি, তখনকার সেই অপেক্ষাকৃত কম সজীব প্রত্যক্ষণ

১. '.....to hate, to love, to think, to feel, to see — all this is nothing but to perceive'. A Treatise of Human Nature. I. Hume.

Scanned with CamScanner

হল 'ধারণা''।[১] 'নির্জীব প্রত্যক্ষণরূপে ধারণা হল সজীব প্রত্যক্ষণরূপ মুদ্রণ বা সংবেদনের অনুলিপি মাত্র'।[২] — এসব কথার মাধ্যমে হিউম যা বলেন তা হল, **ধারণা হল মুদ্রণ বা সংবেদনের অস্পষ্ট ও ক্ষীণ স্মৃতি-প্রতিরূপ**। সাধারণভাবে মুদ্রণ হল ধারণা অপেক্ষা স্পষ্ট, বলিষ্ঠ ও সজীব। **'অতি স্পষ্ট ধারণাকেও নিতান্ত অস্পষ্ট মুদ্রণ অপেক্ষা দুর্বল বলে মনে হয়।'**[৩] **তেমনি আবার, অতি অস্পষ্ট মুদ্রণকে অতি স্পষ্ট ধারণা অপেক্ষা সবল বলে মনে হয়।**

কাজেই, হিউমের মতে মুদ্রণ বা সংবেদন এবং ধারণা উভয়েই মানসিক উপকরণ বা 'প্রত্যক্ষণের' (Perception) অন্তর্ভুক্ত হলেও মুদ্রণ হল অপেক্ষাকৃত বেশি সবল বা সজীব প্রত্যক্ষ, আর ধারণা হল অপেক্ষাকৃত বেশি দুর্বল বা নির্জীব প্রত্যক্ষ। মুদ্রণ বা সংবেদন যেমন তীব্রভাবে আমাদের মনকে নাড়া দেয়, উত্তেজিত করে, ধারণা তেমন পারে না। যখন আমরা কোন কিছু দেখি বা শুনি বা রাগ অথবা ভালবাসাজনিত অনুভব করি তখন সেই দেখার, শোনার বা অনুভবের বিষয়টি আমাদের মনে যে চাঞ্চল্যের বা উত্তেজনার সৃষ্টি করে, পরবর্তীকালে সেই বিষয়টিকে চিন্তা করলে বা স্মরণে আনলে (অর্থাৎ বিষয়টির ধারণা হলে) পূর্বের চাঞ্চল্য বা উত্তেজনার সেই তীব্রতা থাকে না। হিউম বলেন, যখন আমরা কোন ব্যথা অনুভব করি, উষ্ণতা বা শীতলতা অনুভব করি, (অর্থাৎ ব্যথা ইত্যাদির মুদ্রণ হয়) তখন মনোমধ্যে যে প্রকার চাঞ্চল্যবোধ জাগ্রত হয়, পরবর্তীকালে সেই ব্যথা-বেদনাকে, উষ্ণতা বা শীতলতাবোধকে স্মরণ করলে মনোমধ্যে পূর্বের সেই চাঞ্চল্য বোধ থাকে না, তা অনেকাংশে প্রশমিত হয়। কাজেই, সাধারণভাবে বলা চলে যে, **ধারণা হল মুদ্রণের অস্পষ্ট স্মৃতি-প্রতিরূপ।**

ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত (Exception) ঃ

হিউম অবশ্য কয়েকটি বিরুদ্ধ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন যেখানে ধারণা মুদ্রণের মতো স্পষ্ট ও সজীবরূপে অনুভূত হয়। যেমন— নিদ্রাকালীন স্বপ্নে, প্রবল জ্বরে বা রোগ-বিকারে, উন্মত্ত অবস্থায়, প্রবল ভাবাবেগে, ইত্যাদি অবস্থায় নিছক কল্পনা অর্থাৎ ধারণা মুদ্রণের স্পষ্টতা ও উজ্জ্বলতাসহ আবির্ভূত হয় — ধারণার বিষয়কে প্রত্যক্ষ অনুভবের বিষয়রূপে, বাস্তব বিষয়রূপে অনুভূত হয়। তবে, হিউম বলেন যে, এসব দৃষ্টান্ত কয়েকটি মাত্র ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত যার জন্য মুদ্রণ ও ধারণা সংক্রান্ত সাধারণ নিয়মটি—'মুদ্রণ ধারণা অপেক্ষা বেশি সজীব এবং ধারণা মুদ্রণ অপেক্ষা কম সজীব' এই নিয়মটি — বাতিল করা নিষ্প্রয়োজন।

প্রথম পার্থক্যটি পরিমাণগত পার্থক্য, গুণগত পার্থক্য নয় ঃ

'মুদ্রণ অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট প্রত্যক্ষণ এবং ধারণা অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট প্রত্যক্ষণ'— এই প্রকারে হিউম মুদ্রণ ও ধারণার মধ্যে যে পার্থক্যের উল্লেখ করেছেন তা গুণগত (qualitative) বা

---

১. '.....By the term **impression**, --I mean all our more lively perceptions, when we hear, or see, or feel, or love, or hate , or desire, or will. And ..**ideas** ... are the less lively perceptions, of which we are conscious, when we reflect on any of those sensations.' Enquiry. P. 11. Hume.

২. 'All our ideas or more feeble perceptions are copies of our impressions or more lively ones.' Ibid. P. 11.

৩. ' The most lively thought is still inferior to the dullest sensation.' Ibid. P. 10.

Scanned with CamScanner

জাতিগত পার্থক্য (difference in kind) নয়, তা হল মাত্রাগত বা পরিমাণগত (quantitative) পার্থক্য। **মুদ্রণ ও ধারণা উভয়েই একই প্রকার বা জাতির অন্তর্ভুক্ত — 'প্রত্যক্ষণ' নামক মানসিক উপাদানের অন্তর্গত।** তাদের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হল, স্পষ্টতার, উজ্জ্বলতার, সজীবতার, অর্থাৎ পরিমাণের পার্থক্য। অবশ্য হিউমের এই অভিমত নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া যায় না। অনেকে সংবেদন (মুদ্রণ) ও ধারণার মধ্যে গুণগত বা প্রকারগত পার্থক্যেরও উল্লেখ করেন। প্রখ্যাত মনোবিদ স্টউট (Stout) তাঁর Manual of psychology গ্রন্থে সংবেদন ও ধারণার মধ্যে গুণগত বা জাতিগত পার্থক্যের উল্লেখ করেছেন। সংবেদনে বাহ্য-উদ্দীপনা থাকে, ধারণার ক্ষেত্রে কোন বাহ্য-উদ্দীপনা থাকে না। ধারণা সর্বৈব মানসিক ব্যাপার। কাজেই স্টউটের মতে, উভয়ের মধ্যে গুণগত পার্থক্যও স্বীকার করতে হয়।

মুদ্রণ ও ধারণার মধ্যে দ্বিতীয় পার্থক্য ঃ মুদ্রণ ধারণার নিয়ত পূর্ববর্তী এবং সেইহেতু ধারণার কারণ ঃ

মুদ্রণ ও ধারণার মধ্যে হিউম অপর এক উল্লেখযোগ্য পার্থক্যের— কালগত পার্থক্যের — উল্লেখ করেছেনঃ **মুদ্রণ ধারণার নিয়ত পূর্ববর্তী।** যা কোন কিছুর নিয়ত পূর্ববর্তী তাই কারণ। কাজেই **মুদ্রণ ধারণার কারণ।** কারণ না থাকলে যেমন কার্য হয় না, তেমনি মুদ্রণ না থাকলে ধারণাও হয় না। অর্থাৎ মুদ্রণ হল ধারণার ভিত্তি। ধারণামাত্রই মুদ্রণ-নির্ভর, মুদ্রণজন্য, এবং মুদ্রণ মাত্রেরই পরিণতি হল ধারণা। হিউম এখানে মুদ্রণ ও ধারণার মধ্যে একপ্রকার **অনুরূপতার সম্পর্কের** (relation of correspondence) উল্লেখ করে বলেছেন, 'প্রত্যেক সরল ধারণার সঙ্গে যেমন অনুরূপ মুদ্রণ যুক্ত থাকে, তেমনি আবার প্রত্যেক সরল মুদ্রণের সঙ্গে যুক্ত থাকে অনুরূপ ধারণা'।[১] মুদ্রণ ও ধারণার মধ্যে এ প্রকার অনুরূপতা সম্পর্ককে হিউম এক 'অব্যতিক্রমী নিয়মরূপে গণ্য করেছেন।'[২]

উল্লেখযোগ্য যে হিউম এখানে **যে অনুরূপতা-সম্পর্কের উল্লেখ করেছেন তা কেবল সরল মুদ্রণ** (simple impression) **ও সরল ধারণা** (simple idea) **প্রসঙ্গেই বলেছেন, জটিল মুদ্রণ ও জটিল ধারণা প্রসঙ্গে নয়।** লাল রঙের প্রত্যক্ষজনিত যে মুদ্রণ তা সরল মুদ্রণ, এবং পরবর্তীকালে সেই রঙের যে চিন্তা অথবা স্মরণ তা সরল ধারণা। এখানে ধারণা পুরোপুরি মুদ্রণভিত্তিক এবং মুদ্রণ ও ধারণার মধ্যে যে সম্পর্ক তা অনুরূপতার সম্পর্ক — সজীবতার পার্থক্য ছাড়া, ধারণা মুদ্রণের অনুরূপ এবং মুদ্রণও ধারণার অনুরূপ। কিন্তু মনুমেন্টের ওপর দাঁড়িয়ে কলকাতা নগরীকে দেখলে আমার যে মুদ্রণ হয় তা বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, খেলার মাঠ ইত্যাদি সমন্বিত এক জটিল মুদ্রণ এবং পরবর্তীকালে ঐ শহরের চিন্তা করলে আমার যে ধারণা হয় তা জটিল ধারণা। এখানে জটিল ধারণাটির সঙ্গে জটিল মুদ্রণের কিছু ব্যাপারে মিল (অনুরূপতা) থাকলেও কতক বিষয়ে অনুরূপতা থাকে না, অর্থাৎ ধারণাটি হুবহু মুদ্রণের অনুরূপ নয়। এবার ধরা যাক, আমি এমন এক নয়া কলকাতার কল্পনা (ধারণা) করি যার বাড়িঘর মণিমুক্তাখচিত, রাজপথ স্বর্ণাবৃত। নয়া কলকাতার এমন জটিল ধারণার সঙ্গে কলকাতার প্রাথমিক মুদ্রণের (মনুমেন্টের

১. 'Every simple idea has a simple impression which resembles it, and every simple impression a correspondent idea'. Treatise. P. 3. Hume.

২. 'I venture to affirm that the rule holds without any exception.' Ibid.

Scanned with CamScanner

ওপর দাঁড়িয়ে যে মুদ্রণ) তার কোনরকম অনুরূপতা বা মিল নেই। তবে জটিল ধারণার অনুরূপ জটিল মুদ্রণ না থাকলেও, জটিল ধারণাকে বিশ্লেষণ করে অন্তিমপর্যায়ে যেসব সরল ধারণা পাওয়া যায়, সেসব ধারণার প্রত্যেকটি হবে মুদ্রণ নির্ভর। স্পষ্টতই, **কেবল সরল ধারণা প্রসঙ্গেই হিউম ধারণা মাত্রকেই মুদ্রণভিত্তিক বলেছেন, যেখানে মুদ্রণ এবং ধারণার পারস্পরিক সম্পর্ক হল অনুরূপতার সম্পর্ক** — একটির অনুরূপ অন্যটি, এমন সম্পর্ক। কেবল সরল মুদ্রণ ও ধারণার ক্ষেত্রেই অব্যতিক্রমী নিয়মটি হল — **'ধারণামাত্রই মুদ্রণের অনুলিপি (copy) এবং মুদ্রণ না হলে ধারণাও হয় না'।**

(গ) ধারণামাত্রই যে মুদ্রণভিত্তিক, মুদ্রণ ব্যতীত যে ধারণা হয় না, — এটা প্রতিষ্ঠা করার জন্য হিউম দুটি যুক্তি দিয়েছেন। যথা—

(i) যে কোন যৌগিক অথবা উন্নত (compounded or sublime) ধারণাকে বিশ্লেষণ করলে অন্তিম পর্যায়ে এমন কতকগুলি ধারণা পাওয়া যাবে যাদের আর বিশ্লেষণ করা যায় না, ঐ সব অবিশ্লেষ্য ধারণাগুলি হল মুদ্রণ-নির্ভর। যেমন, অনন্ত ধীমান, অমিত জ্ঞানবান ও অসীম করুণাময় ঈশ্বরের ধারণাটির পশ্চাতে কোন মুদ্রণ নেই বলে মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে ঐ উন্নত ধারণাটিও মুদ্রণভিত্তিক। অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে আমরা নিজ নিজ বুদ্ধি, জ্ঞান ও করুণার যে মুদ্রণ লাভ করি, তাদেরই কল্পনায় সীমাহীনভাবে পরিবর্ধিত করে আমরা ঈশ্বরের ঐ প্রকার ধারণা লাভ করি।

(ii) ইন্দ্রিয়ের অপুষ্টি অথবা নষ্ট-ইন্দ্রিয়ের জন্য বিশেষ এক ধরনের সংবেদন বা মুদ্রণ না হলে, সেই মুদ্রণের অনুষঙ্গী ধারণাও গঠন করা যায় না। যেমন, জন্মান্ধের বা বর্ণান্ধের রঙের মুদ্রণ বা সংবেদন হয় না এবং ফলত সে রঙের ধারণাও গঠন করতে পারে না। তেমনি জন্ম-বধিরের শব্দের সংবেদন বা মুদ্রণ হয় না এবং ফলত সে শব্দের ধারণাও গঠন করতে পারে না। আবেগ এবং অনুরাগের ক্ষেত্রেও নিয়মটি প্রযোজ্য। যেমন, দয়ালুব্যক্তি যে কখনো নির্মম হতে পারেনি (অর্থাৎ নির্মমতার মুদ্রণ যার নেই), তার পক্ষে নির্মম প্রতিহিংসার ধারণা করা সম্ভব নয়। একই কারণে স্বার্থপর ব্যক্তির পক্ষে পরার্থপরতার বা মহানুভবতার ধারণা গঠন সম্ভব নয়।

একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত (Exception) ঃ

হিউম এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন, তবে তা একটি এবং কেবলমাত্র একটি, যেখানে মুদ্রণ বা সংবেদন না হলেও ধারণা হয় বা হতে পারে। ধরা যাক, কোন ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে (৩০ বছর ধরে) দৃষ্টিবান থেকে কোন রঙের (লাল অথবা নীল রঙের) **একটি বিশেষ আভা (shade) ছাড়া** আর সব আভাগুলি প্রত্যক্ষ করেছে। এর ফলে ব্যক্তিটির ঐ রঙের আর সব আভার মুদ্রণ বা সংবেদন থাকলেও বিশেষ একটি আভার মুদ্রণ নেই এবং ফলত ধারণাও নেই। এবার ধরা যাক, রঙের **ঐ বিশেষ একটি ছাড়া** আর সবগুলি আভাকে তাদের উজ্জ্বলতার তারতম্য অনুসারে, ঐ ব্যক্তিটির সামনে উপস্থিত করা হল। এখানে প্রশ্ন হল ঃ রঙের তালিকাটির দিকে দৃষ্টিপাত করে ঐ ব্যক্তিটি কি অপ্রদর্শিত আভাটির ধারণা গঠন করতে পারবে ? হিউম মনে করেন যে, অপ্রদর্শিত আভাটির অগ্রবর্তী এবং পরবর্তী আভাগুলি প্রত্যক্ষ করে এবং কল্পনার ওপর ভিত্তি করে 'বর্ণমালার ফাঁকটিতেএকটি বিশেষ ধরনের আভা আছে', এমন ধারণা

Scanned with CamScanner

করা লোকটির পক্ষে সম্ভব হবে। অর্থাৎ এমন ক্ষেত্রে, 'মুদ্রণ ছাড়াই যে ধারণা গঠন সম্ভব' এক স্বীকার করতে হবে। তবে, হিউম বলেন যে, দৃষ্টান্তটি নেহাৎই একটা কাল্পনিক দৃষ্টান্ত এবং এক একক দৃষ্টান্ত। এমন একটিমাত্র ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তের জন্য মুদ্রণ ও ধারণা সংক্রান্ত নিয়মটি — 'মুদ্রণ ছাড়া ধারণা হয় না' — 'ধারণামাত্রই মুদ্রণভিত্তিক' এই নিয়মটি অসত্য প্রমাণিত হয় না।

(ঘ) কাজেই, হিউমের মতে মুদ্রণ ও ধারণাসংক্রান্ত দুটি নিয়ম হল,

(i) 'মুদ্রণ ছাড়া ধারণা গঠন করা যায় না এবং (ii) মুদ্রণ ও ধারণার মধ্যে যে সম্পর্ক তা পারস্পরিক অনুরূপতার সম্পর্ক। তবে, মনে রাখা প্রয়োজন যে, মুদ্রণ ও ধারণাসংক্রান্ত দুটি নিয়মকেই হিউম প্রাথমিক মুদ্রণ ও ধারণা প্রসঙ্গে অর্থাৎ সরল মুদ্রণ ও সরল ধারণা প্রসঙ্গে প্রয়োগ করেছেন, অপরাপর ক্ষেত্রে নয়।

মুদ্রণ এবং ধারণা যেমন সংবেদনমূলক হতে পারে, তেমনি অন্তর্বেদনমূলক হতে পারে এবং প্রত্যেকটি আবার সরল ও জটিল হতে পারে। 'সোনার পাহাড়ের' ধারণাটি সংবেদনমূলক জটিল ধারণা, কেননা ধারণাটিকে এমন কতকগুলি সরল ধারণায় বিশ্লেষণ করা যায় যা সংবেদনভিত্তিক। কিন্তু 'ধার্মিক অশ্বের' (virtuous horse) ধারণাটি জটিল ধারণা হলেও তা অংশত সংবেদনমূলক এবং অংশত অন্তর্বেদনমূলক, কেননা 'ধর্মভাবের' ধারণাটির মূলে হল অন্তর্বেদনমূলক সরল মুদ্রণ। ঈশ্বরের ধারণাটি আবার পুরোপুরিভাবে অন্তর্বেদনভিত্তিক।

হিউম 'মানসিক উপকরণ' বা 'প্রত্যক্ষণের' (Perception) যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন তা নীচের ছকের মাধ্যমে দেখানো গেল ঃ

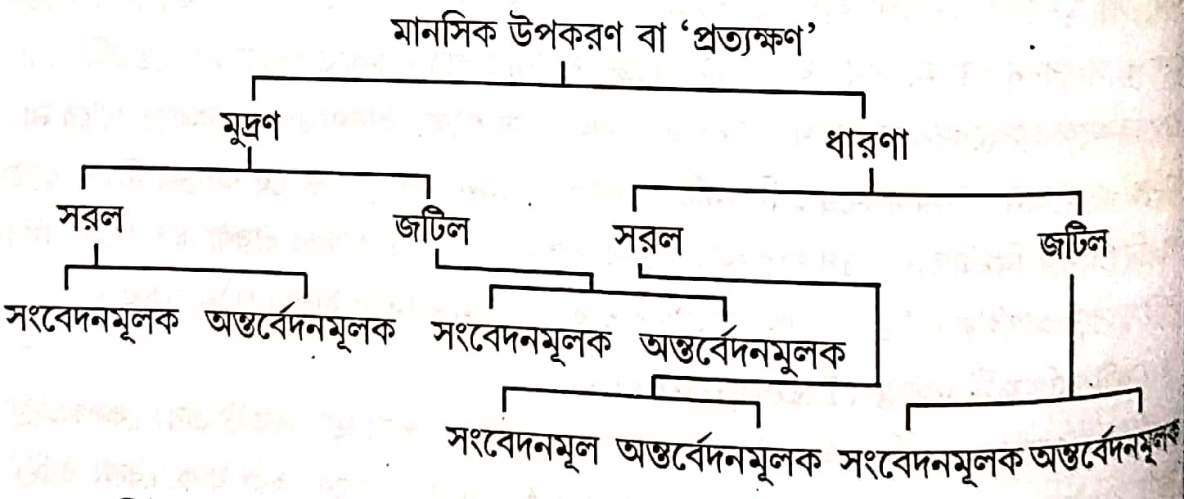

২.৩. হিউমের দর্শনে মুদ্রণ ও ধারণাতত্ত্বের গুরুত্ব (Importance of the theory of Impression and Idea in Hume's philosophy) :

অভিজ্ঞতাবাদসম্মত হিউমের দর্শনে মুদ্রণ ও ধারণাবিষয়ক তত্ত্বটি, বিশেষ করে 'মুদ্রণ ছাড়া ধারণা হয় না' বা 'ধারণা-মাত্রই মুদ্রণ ভিত্তিক' এই নিয়মটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। বলা চলে, **অভিজ্ঞতাবাদী হিউমের সমগ্র দর্শন এই তত্ত্বের ওপর, বিশেষত এই নিয়মটির ওপর, নির্ভরশীল।** কোন ধারণা অর্থপূর্ণ অথবা অর্থহীন তা নির্ভর করে সাক্ষাৎ অনুভব বা মুদ্রণের ওপর — ধারণাটি যদি কোন সাক্ষাৎ অনুভবের (অর্থাৎ মুদ্রণের) ওপর নির্ভরশীল হয় তাহলে তা অর্থপূর্ণ

Scanned with CamScanner

হবে, অন্যথায় অর্থহীনরূপে গ্রাহ্য হবে। ভাষার অন্তর্গত শব্দ হল ধারণার বাহক। কাজেই কোন শব্দ-নির্দেশিত ধারণার পশ্চাতে যদি সাক্ষাৎ অনুভব (বা মুদ্রণ) থাকে তাহলেই শব্দটিকে অর্থপূর্ণ বলা যাবে। কেবল বর্ণনার মাধ্যমে, কথা শুনে বা বই পড়ে, কোন শব্দের অর্থবোধ হতে পারে না—**মূলে সব শব্দের অর্থই সাক্ষাৎ অনুভবনির্ভর**। যে ছেলে কখনো লাল রং দেখেনি তাকে 'লাল' শব্দটির অর্থ জানাতে হলে, তার মনে লাল রঙের ধারণা সঞ্চারিত করতে হলে, বাক্য বিন্যাসের দ্বারা তা সম্ভব হবে না, তাকে একটি লাল রং দেখাতে হবে যাতে তার রংটির সাক্ষাৎ অনুভব বা মুদ্রণ হতে পারে। সার কথা হল, হিউমের মতে, মুদ্রণ ছাড়া কোন ধারণা গঠন করলে সেই ধারণা কখনই স্পষ্টার্থক হতে পারে না (যেমন, লাল রং না দেখে, কেবলই ঐ রঙের বর্ণনা শুনে কোন ব্যক্তি যদি লাল রঙের ধারণা গঠন করে তাহলে তা স্পষ্ট ধারণা হতে পারে না)। এপ্রকার অস্পষ্ট ধারণার আলোচনা নিষ্ফল, সময়ের অপচয় মাত্র।

'মুদ্রণ ছাড়া ধারণা হতে পারে না'—হিউম এই নিয়মটি প্রয়োগ করে দর্শনের, বিশেষ করে অধিবিদ্যার, সেই সব ধারণার আলোচনাকে নিষ্প্রয়োজনীয় বলেছেন যাদের পশ্চাতে কোন মুদ্রণ নেই। যেমন, 'দ্রব্যে'র ধারণা, 'কার্য-কারণ-সম্বন্ধে'র ধারণা, ইত্যাদি। হিউম বলেন যে, এযাবৎ দার্শনিকরা এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করেছেন যাদের সুনির্দিষ্ট কোন অর্থ নেই, কেননা শব্দ-বোধিত ধারণাগুলি মুদ্রণভিত্তিক নয়। দর্শনকে গ্রহণযোগ্য করতে হলে এইসব শব্দ-জটলা পরিহার করতে হবে। কাজেই, হিউমের নির্দেশ হল, **"দর্শনে ব্যবহৃত কোন শব্দ অর্থহীন কিনা, এমন সংশয় কখনো দেখা দিলে আমাদের এটাই নির্ধারণ করতে হবে যে, শব্দের অর্থটির বা ধারণাটির মূলে কোন মুদ্রণ আছে অথবা নেই।"**[১] ধারণাটি মুদ্রণভিত্তিক হলে তা অর্থপূর্ণরূপে এবং আলোচনার বিষয়রূপে গ্রাহ্য হবে, মুদ্রণভিত্তিক না হলে অর্থহীনরূপে গণ্য করে আলোচনার বহির্ভূত করতে হবে। অর্থহীন ধারণার আলোচনা কখনো ফলপ্রসূ হতে পারে না।

২.৪. হিউমের 'মুদ্রণ ও ধারণাতত্ত্বে'র সমালোচনা (Criticism of Hume's Theory of Impression and Idea)

মুদ্রণ ও ধারণাসংক্রান্ত হিউমের মতবাদটি সঠিক হতে পারেনি। এর মূলে হল—

(১) 'ধারণা' শব্দটির দ্ব্যর্থকতা। ধারণা শব্দটিকে আমরা দুটি ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করি। যথা—(১) **মানস-প্রতিরূপ** (image) এবং (২) **প্রত্যয় বা সামান্য ধারণা** (concept or general idea)। প্রতিরূপ বা মনশ্চিত্র হল বিশেষ কোন বস্তু বা ব্যক্তির মানসিক চিত্র, যেখানে বস্তু বা ব্যক্তি আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভবের বিষয় হতে পারে। যেমন, বিশেষ কোন বৃক্ষ দেখে সেই বৃক্ষের মানস-প্রতিরূপ গঠন করা হয়। কিন্তু প্রত্যয় বা সামান্য ধারণা এমন নয়। 'বৃক্ষত্বে'র সামান্য ধারণাটির পশ্চাতে কোন ইন্দ্রিয়বেদ্যতা নেই, অর্থাৎ ধারণাটি আমাদের মনে থাকলেও তা মুদ্রণ-ভিত্তিক নয়। কাজেই, **হিউম যখন বলেন, 'মুদ্রণ ছাড়া ধারণা হয় না' তখন সম্ভবত তিনি মানস-প্রতিরূপকেই 'ধারণা' রূপে গণ্য করেন। তাহলে হিউমের এমন বলাই সঙ্গত হবে যে,**

১. 'When we entertain any suspicion that a philosophical term is employed without any meaning or idea, we need but enquire, **from what impression is the supposed idea derived ?'** Enquiry. P. 13.

Scanned with CamScanner

'মুদ্রণ ছাড়া মনশ্চিত্র গঠন করা যায় না'।

(২) আমাদের এমন অনেক ধারণা আছে যেগুলি মুদ্রণভিত্তিক নয়। যেমন, অতি-বেগুনী রঙের ধারণা, (ultra violet) তেজস্ক্রিয়তার (radioactivity) ধারণা, ইত্যাদি। অতিবেগুনী রশ্মিকে গ্রহণ করার মতো সামর্থ্য মানুষের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের না থাকার জন্য ঐ রঙের মুদ্রণ আমাদের হয় না, যদিও পদার্থবিদের ঐ রঙ সম্পর্কে ধারণা আছে। তেমনি, তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কেও আমাদের কোন ইন্দ্রিয়বেদ্যতা নেই। গাইজার কাউন্টার (Gaiger Counters) নামক যন্ত্রের মাধ্যমেই তেজস্ক্রিয়তার উপস্থিতিকে জানা যায়। তবে এক্ষেত্রেও তেজস্ক্রিয়তার মুদ্রণ না হলেও ঐ রশ্মি সম্পর্কে পদার্থবিদের ধারণা আছে। তেমনি আবার, এমন কতকগুলি বিমূর্ত ধারণা আমাদের আছে যা মুদ্রণ-নির্ভর নয়। যেমন স্বাধীনতা, সততা, প্রসক্তি-সম্বন্ধ ইত্যাদির ধারণা। কাজেই, **'ধারণা মাত্রই মুদ্রণভিত্তিক হবে', হিউমের এই অভিমত দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।**

(৩) 'জন্মান্ধ ব্যক্তির রঙের ধারণা হতে পারে না'—হিউমের এই কথাটিও স্পষ্টার্থক হতে পারেনি। কোন জন্মান্ধ ব্যক্তি পদার্থবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে রঙ সম্পর্কে গবেষণাও করতে পারেন। ঐ অন্ধ রঙ-বিশেষজ্ঞ পদার্থবিদের রঙের ইন্দ্রিয়-সংবেদন বা মুদ্রণ না হলেও এবং ফলত বিভিন্ন রঙের প্রতিরূপ না থাকলেও, ব্রেল (Braille) পদ্ধতির সাহায্যে আলোক-তরঙ্গ পরিমাপ করে বিভিন্ন রঙের ধারণা সঠিকভাবে গঠন করতে পারেন। কাজেই, **মুদ্রণ ছাড়া প্রতিরূপ গঠন সম্ভব না হলেও ধারণা গঠন সম্ভব।**

প্রশ্নাবলী (Questions)

১। হিউমকে অনুসরণ করে মুদ্রণ ও ধারণার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। আমাদের সব ধারণা কি মুদ্রণ থেকে নিঃসৃত ? বিচার সহ আলোচনা কর।
(উঃ ২.২, ক-খ ও ২.৪)
[C.U.H.1999, 2001, '02, '03, '04, '05]
[Distinguish, after Hume, between impression and idea. Are all our ideas derived from impressions ? Discuss critically.]

২। 'আমাদের সব ধারণা বা ক্ষীণতর প্রত্যক্ষ আমাদের মুদ্রণ বা সজীবতর প্রত্যক্ষের প্রতিরূপ'—এই উক্তি প্রমাণ করার জন্য হিউম কি কি যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন ? হিউমের দর্শনে এই নীতির গুরুত্ব দেখাও।
(উ ঃ ২.২ ক-ঘ ও ২.৩) **[C.U.H. 2002, '03, '04, '05]**
['All our ideas or more feeble perceptions are copies of impressions or more lively ones'. What arguments does Hume present to prove this statement ? Bring out the importance of this principle in Hume's philosophy.]

৩। (ক) হিউমকে অনুসরণ করে, মুদ্রণ ও ধারণার মধ্যে দুটি প্রধান পার্থক্যের উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর।
(উ ঃ ২.২ খ)
[State and explain, after Hume, two main differences between impression and idea.]

(খ) 'মুদ্রণ ছাড়া ধারণা হয় না'—এটা প্রমাণ করার জন্য হিউম যে দুটি যুক্তি দিয়েছেন তা উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর।
(উ ঃ ২.২)
[State and explian the two arguments presented by Hume to prove that 'if there is no impression, there can be no idea.']

Scanned with CamScanner